কলেজ গ্রন্থাগার
বর্ষ—১, সংখ্যা—২, ডিসেম্বর—২০২৪, পৃ. ১-১০

'Blurb'-এর সঠিক বাংলা পরিভাষার সন্ধানে

ড. লক্ষ্মণ সরকার
গ্রন্থাগারিক, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ইভিনিং কলেজ
নৈহাটি, উত্তর ২৪ পরগণা, পিনঃ ৭৪৩১৬৫
E-mail : sarkar12ku@gmail.com

সারসংক্ষেপ

গ্রন্থের প্রচ্ছদ ব'লতে বোঝায় গ্রন্থের মলাট। আভিধানিক অর্থে প্রচ্ছদ হ'ল 'আচ্ছাদন' বা 'আবরণ'। ইংরেজি ভাষায় প্রচ্ছদকে বিভিন্ন শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা হয়; যেমন Cover, Dust cover, Jacket, Jacket cover ইত্যাদি। প্রচ্ছদ একটি গ্রন্থ সম্পর্কিত অনেক তথ্যই একপলকে পাঠক বা ক্রেতার নজরে নিয়ে আসে। লেখকের ভাবনা-চিন্তা ও গ্রন্থের বিষয় পরিধি প্রচ্ছদে দেখা যায়। জনসমক্ষে গ্রন্থের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে প্রচ্ছদের মাধ্যমে। গ্রন্থবিজ্ঞান ও প্রকাশনা জগতে প্রচ্ছদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। প্রচ্ছদের দু'প্রান্তের কিছুটা করে অংশ সামনের ও পিছনের স্থায়ী মলাট বাবাঁধানো মলাটের ভিতরের দিকে ভাঁজ করে রাখা থাকে। এর ফলে মলাটটি গঠনগত ভাবে চারটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় — ক) সম্মুখভাগ (Front cover), খ) পশ্চাৎভাগ (Back cover), গ) ভাঁজকরা সম্মুখভাগ (Front flap) এবং ঘ) ভাঁজকরা পশ্চাৎভাগ (Back flap)। এছাড়াও আছে পুট পৃষ্ঠ বা Spine। এদের মধ্যে মলাটের গ্রন্থ মধ্যস্থিত ভাঁজ করা সম্মুখ ভাগে থাকে গ্রন্থের পরিচিতি যা ইংরেজিতে 'Blurb' নামে পরিচিত। এই 'Blurb' শব্দটির বাংলা পরিভাষা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন পরিভাষা কোষ বা বিভিন্ন গ্রন্থকারের বাংলা ভাষায় রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু পরিভাষাটি সঠিক এবং সংক্ষিপ্তভাবে অর্থাৎ দু-তিন শব্দের মধ্যে কোথাও পাওয়া যায়নি। বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্যই হল এই 'Blurb' শব্দটির একটি সঠিক এবং সংক্ষিপ্ত বাংলা পরিভাষা প্রস্তুত করা। বিষয় সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন প্রকারের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক নথিবদ্ধ তথ্য উৎস পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন পরিভাষা কোষ বা বিভিন্ন গ্রন্থকারের বাংলা ভাষায় রচিত বিভিন্ন গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রদত্ত পরিভাষা তালিকা এবং গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা (যেমন, গ্রন্থাগার) পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। বিভিন্ন নথিতে একই শব্দের যদি ভিন্নভিন্ন অর্থ প্রদান করা হয় তবে পাঠকের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। তাই এই বিভ্রান্তি নিরসনের জন্য উপযুক্ত পরিভাষা প্রণয়নের প্রয়োজন। বর্তমান প্রবন্ধের গুরুত্ব এখানেই।

মুখ্যশব্দঃ গ্রন্থপরিচয়, প্রচ্ছদ, ফ্রন্টফ্ল্যাপ, বাংলা পরিভাষা, ব্লার্ব, মলাট।

১) ভূমিকা

ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে মুদ্রণ শিল্পের ব্যাপক উন্নতির ফলে গ্রন্থের শরীরী গঠন বর্তমানের বিধিবদ্ধ রূপ ধারণ করে। একটি গ্রন্থকে আকর্ষণীয় করে তোলার ক্ষেত্রে গ্রন্থের প্রচ্ছদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

© WBCLA

গ্রন্থের মধ্যে গ্রন্থকারকৃত বিষয়বস্তুর আলোচনা থাকে। এই বিষয়বস্তুর আলোচনা গ্রন্থের মূল অঙ্গ (Body of the Book)। এই অংশটি গ্রন্থের মধ্যভাগে থাকে। এই মূল অঙ্গের পূর্বে কিছু অংশ থাকে তাকে সাধারণত বলে পূর্বাগত ভাগ (Preliminaries)। মূল অঙ্গের শেষে যেসব অংশ সংযোজিত হয় তাকে বলে অন্ত্যাগত ভাগ (Subsidiaries or End matter)। মূল অংশটি পাঠক ও গ্রন্থাগার উভয়ের পক্ষে প্রয়োজনীয়। শেষ অংশটি পাঠকের অধিক প্রয়োজনীয় এবং প্রথম অংশটি গ্রন্থাগারের পক্ষে অধিক প্রযোজ্য। দেখা যাচ্ছে যে, দেহ গঠনের দিক থেকে মুদ্রিত গ্রন্থ তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত। এই প্রতিটি ভাগের মধ্যে থাকে কিছু উপবিভাগ। (চক্রবর্তী, চক্রবর্তী, এবং মহাপাত্র, ১৯৮৮)। এছাড়াও গ্রন্থের অপর একটি উল্লেখযোগ্য অঙ্গ হল প্রচ্ছদ বা আবরণ বা জ্যাকেট।

প্রচ্ছদ বলতে আমরা সাধারণত গ্রন্থের মলাট বুঝি, আর আভিধানিক অর্থে 'আচ্ছাদন' বা 'আবরণ'। ইংরেজিতে প্রচ্ছদকে বিভিন্ন শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা হয়; যেমন, Cover, Dust cover, Jacket, Jacket cover ইত্যাদি। অতএব প্রচ্ছদ হল গ্রন্থিত মলাটের উপর একটি অতিরিক্ত আচ্ছাদন বা আলগা মলাট। এটি সাধারণত কাগজের তৈরি, আজকাল স্বচ্ছ কাচ-কাগজের অথবা প্লাস্টিক জাতীয় বস্তুরও হয়ে থাকে। (দত্ত, ১৯৭৫)। গঠনের দিক থেকে প্রচ্ছদকে চারটি অংশে ভাগ করা যায় — সম্মুখ ভাগ (Front cover), পশ্চাৎ ভাগ (Back cover), ভাঁজ করা সম্মুখ ভাগ (Front flap) এবং ভাঁজ করা পশ্চাৎ ভাগ (Back flap)। এছাড়াও আছে পুট পৃষ্ঠ বা Spine। এই অংশগুলোর প্রতিটিতে নির্দিষ্ট ধরনের তথ্য মুদ্রিত থাকে। এদের মধ্যে ভাঁজ করা সম্মুখ ভাগে থাকে গ্রন্থের পরিচিতি যা ইংরেজিতে 'Blurb' নামে পরিচিত।

কোন বিষয়ের মৌলিক গবেষণা যদি বিদেশী ভাষায় হয়ে থাকে তবে সেই বিষয়টিকে অন্য ভাষাভাষী মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত পরিভাষা। একই অর্থ বোঝাতে যদি প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে তবে সমস্যার সৃষ্টি হয়, সমাধান হয় না। একমাত্র নির্দিষ্ট পরিভাষায় এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব। 'Blurb' শব্দটির পরিভাষা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন পরিভাষা কোষ বা বিভিন্ন গ্রন্থকারের বাংলা ভাষায় রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। এই 'Blurb' শব্দটির সঠিক এবং সংক্ষিপ্ত পরিভাষার সন্ধানেই আমার বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

২) উদ্দেশ্য

বর্তমান প্রবন্ধটি যেসকল উদ্দেশ্য নিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে সেগুলো হল—

ক) বিভিন্ন প্রকারের নথিবদ্ধ তথ্য উৎসে 'Blurb' শব্দটির কি কি পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো সম্বন্ধে জানা; এবং

খ) 'Blurb' শব্দটির একটি সম্ভাব্য সঠিক এবং সংক্ষিপ্ত পরিভাষা প্রস্তুত করা।

৩) গবেষণা পদ্ধতি

বিষয় সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন প্রকারের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক নথিবদ্ধ তথ্য

© WBCLA

উৎস পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য উৎস হিসেবে গবেষণা পত্রিকা, ওয়েবপেজ, ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে এবং মাধ্যমিকতথ্য উৎস হিসেবে পাঠ্যপুস্তক, অভিধান ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্য উৎসসমূহ পর্যবেক্ষণের পর প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে শব্দটির পরিভাষার উন্নয়ন অনুসারে কালানুক্রমিক পদ্ধতিতে বিন্যাস করে সংগঠিত করা হয়েছে। পরিশেষে একটি উপসংহার প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪) 'Blurb'-এর পরিভাষা সন্ধান

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন পরিভাষা কোষ বা বিভিন্ন গ্রন্থকারের বাংলা ভাষায় রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে যেসকল পরিভাষা দৃষ্টিগোচর হয়েছে সেখানে 'Blurb' শব্দটির সঠিক পরিভাষা সংক্ষিপ্তভাবে পাওয়া যায়নি। "Classified Catalogue Code with additional rules for dictionary catalogue" (রঙ্গনাথন, ১৯৬৪)-এ 'Blurb' শব্দটির উল্লেখ নেই। অমিতা কুণ্ডু ও অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় রচিত "গ্রন্থাগার বিজ্ঞানপরিভাষা" (কুণ্ডু ও চট্টোপাধ্যায়, ১৯৮৩) প্রবন্ধে যে পরিভাষা তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে এখানেও শব্দটির উল্লেখ নেই। বিনোদবিহারী দাস, শ্রবণা ঘোষ, এবং প্রফুল্লকুমার পাল রচিত "বাংলাগ্রন্থ ও পত্রিকা সূচিকরণ" (দাস, ঘোষ ও পাল, ২০০২), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত "পরিভাষা সংকলন" (পরিভাষা উপসমিতি, ২০০৫), বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় রচিত "সূচিকরণ : কিছু নতুন ভাবনা" (মুখোপাধ্যায়, বিজয় ২০০৭), মাধবচন্দ্র চ্যাটার্জী ও নির্মলেন্দু শাখারু রচিত "গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের অভিধান" (চ্যাটার্জী ও শাখারু, ২০১০) প্রভৃতি গ্রন্থেও 'Blurb' শব্দটির উল্লেখ নেই। Shabdkosh.com (২০২৪)-এও এই 'Blurb' শব্দটির উল্লেখ নেই।

রাজকুমার মুখোপাধ্যায় সংকলিত "গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অভিধান" (মুখোপাধ্যায়, ১৯৬৩) গ্রন্থে 'Blurb' শব্দটির বাংলা পরিভাষা করা হয়েছে "পুস্তকের আবরণের উপর প্রকাশকের কোন বই সম্বন্ধে বিবরণ বা বিজ্ঞাপন"। এখানে অনেক আকারে পরিভাষাটি দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া পুস্তকের আবরণে গ্রন্থকারেরও পরিচয় থাকে। তাই আমার মনে হয় এই পরিভাষাটি সেই অর্থে গ্রহণ করা যায় না।

বাংলাদেশের বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত মুহম্মদ আব্দুর রাজ্জাক সংকলিত "গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পরিভাষা" (রাজ্জাক, ১৯৮৫) গ্রন্থে 'Blurb' শব্দটির বাংলা পরিভাষা করা হয়েছে "(গ্রন্থাবরণে) প্রকাশকের প্রচারলিপি"। এই পরিভাষাটিও সঠিক অর্থে গ্রহণ করা যায় না কারণ কি বিষয়ে প্রচার করা হচ্ছে বা কি বক্তব্য থাকবে তার কোনো উল্লেখ নেই।

The Librarians' Glossary of Terms Used in Librarianship, Documentation, and the Book Crafts, and Reference Book (Harrod, 1990) গ্রন্থে 'Blurb' শব্দটিকে ব্যাখ্যা করে লেখা হয়েছে যে, "The publisher's description and recommendation of a book, usually found on the front flap of a book jacket" অর্থাৎ কোনো একটি গ্রন্থের মলাটের সামনের মোড়া অংশে গ্রন্থ সম্পর্কিত প্রকাশকের বিবরণ ও সুপারিশ। এখানেও অর্থটিকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং সুপারিশ কথাটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

© WBCLA

ভবানী কুমার ঘোষ সংকলিত "Terminology for Library and Information Science Professionals" (Ghosh, 2001) গ্রন্থে 'Blurb' শব্দটির পরিভাষা করেছেন এইভাবে, "A description and recommendation of a book prepared by the publisher and generally appearing on the book jacket synonymous with puff"— অর্থাৎ গ্রন্থের মলাটে মুদ্রিত প্রকাশকের দ্বারা প্রস্তুত একটি গ্রন্থ সম্পর্কিত বিবরণ ও সুপারিশ। এখানে অর্থটিকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিন্তু মলাটের কোথায় গ্রন্থের বিবরণ থাকবে তার উল্লেখ নেই। তাই এই অর্থটিকেও গ্রহণ করা যায় না।

Ray Prythereh (2005) সংকলিত "Librarians' Glossary" গ্রন্থে 'Blurb' শব্দটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এইভাবে, "The publisher's description and recommendation of a book, usually found on the front flap of a book jacket"— অর্থাৎ কোনো একটি গ্রন্থের মলাটের সামনের মোড়া অংশে গ্রন্থ সম্পর্কিত প্রকাশকের বিবরণ ও সুপারিশ। দেখা যাচ্ছে যে, Harrod-এর "The Librarians' Glossary of Terms" গ্রন্থে 'Blurb' শব্দটিকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এখানেও একইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

John M. Reitz (2005) তাঁর সংকলিত "Dictionary of Library and Information Science" গ্রন্থে 'Blurb' শব্দটির অর্থ হিসেবে লিখেছেন "The publishers description and recommendation of a new book, usually printed on the front flap of the dust jacket, portions of which may be used in advertisements published in book trade journals and review publications and in the publisher's catalog. Brief excerpts from favorable reviews are usually printed on the back of the dust jacket" অর্থাৎ সাধারণত গ্রন্থের মলাটের সামনের মোড়া অংশে প্রকাশকের দ্বারা একটি নতুন গ্রন্থের বিবরণ ও সুপারিশ মুদ্রিত থাকে, যে অংশ গ্রন্থের বিজ্ঞাপন হিসেবে গ্রন্থের বাণিজ্যিক পত্রিকা, প্রকাশক সূচি, এবং পুণরীক্ষণ বা সমালোচনামূলক প্রকাশনায় ব্যবহার করা যেতে পারে। অনুকূল সমালোচকদের উদ্ধৃতিগুলো সাধারণত গ্রন্থের মলাটের পশ্চাৎদিকে মুদ্রিত থাকে। এখানেও অর্থটিকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাই এই অর্থটিকেও গ্রহণ করা যায় না।

"Samsad English-Bengali Dicitionary" অনুসারে 'Blurb' শব্দটির অর্থ হল "(মলাটের উপর মুদ্রিত) গ্রন্থ সম্পর্কিত প্রকাশকের প্রচারলিপি" (Biswas, 2006)। কিন্তু মলাটের সঠিক কোথায় গ্রন্থের বিবরণ থাকবে, এখানে তার উল্লেখ করা হয়নি। তাই এই অর্থটিকেও গ্রহণ করা যায় না।

"Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English" অনুসারে 'Blurb' শব্দটির অর্থ হল "A short description of a book, a new product, etc, written by the people who have produced it, that is intended to attract your attention and make you want to buy it" (Hornby, 2010) অর্থাৎ উৎপাদকের লিখিত একটি গ্রন্থ, একটি নতুন উৎপাদন সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ যা আপনার মনযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করে এবং এটি ক্রয় করতে আপনাকে উৎসাহিত করে। এখানেও অর্থটিকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাই এই অর্থটিকেও গ্রহণ করা যায় না।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ দ্বারা প্রকাশিত ডঃ বিমলকান্তি সেন সংকলিত "গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের

© WBCLA

পরিভাষা কোষ: ইংরেজি - বাংলা" (সেন, ২০১৩) গ্রন্থটিতে 'Blurb' শব্দটির বাংলা পরিভাষা করা হয়েছে "গ্রন্থ পরিচয়"। কিন্তু সঠিক কোথায় গ্রন্থের পরিচয় থাকবে সেটা যেমন উল্লেখ করা হয়নি, তেমনি অনেক গ্রন্থে এখানে গ্রন্থকার পরিচয়ও থাকে। তাই এই অর্থটিকে সম্পূর্ণ সঠিক হিসেবে গ্রহণ করা যায় না।

"English to Bengali Online Dictionary"(২০২৪) অনুসারে 'Blurb' শব্দটির বাংলা পরিভাষা করা হয়েছে "বই সংক্রান্ত সংক্ষেপ বা বিবরণ যা বইয়ের পিছনের পাতায় থাকে"। এই অর্থটিকে সঠিক হিসেবে গ্রহণ করা যায় না কারণ 'Blurb' মলাটের ভাঁজ করা সম্মুখ ভাগে থাকে।

bdword.com (২০২৪) অনুসারে 'Blurb' শব্দটির বাংলা পরিভাষা করা হয়েছে "গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রকাশকের প্রচারলিপি"। এই অর্থটিকে সঠিক হিসেবে গ্রহণ করা যায় না কারণ কোথায় গ্রন্থের পরিচয় থাকবে সেটা উল্লেখ করা হয়নি।

৫) 'Blurb'-এর সম্ভাব্য সঠিক এবং সংক্ষিপ্ত পরিভাষার উন্নয়ন

উপরি উক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় 'Blurb' শব্দটির সঠিক এবং সংক্ষিপ্ত বাংলা পরিভাষা প্রচলিত পরিভাষাকোষ বা পরিভাষা তালিকাগুলোতে পাওয়া যায়নি। M. L. Chakraborty (1987) রচিত "Bibliography in Theory and Practice" গ্রন্থে 'Blurb'-এর অর্থ বলতে মূলত দুটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে— প্রথমতঃ এটি হল গ্রন্থের বিষয়গত পরিচয়; এবং দ্বিতীয়তঃ এটি মলাটের সামনের মোড়া অংশে বা দ্বিতীয় প্রচ্ছদে মুদ্রিত থাকবে। উদাহরণ হিসেবে আনন্দ প্রকাশন কতৃক প্রকাশিত মান্না দে রচিত 'জীবনের জলসাঘরে', সুকুমার সেন রচিত 'প্রবন্ধ সংকলন', স্যার্জ ব্রেন্সি রচিত এবং যশোধরা রায়চৌধুরী অনুবাদিত 'লিওনার্দ দা ভিঞ্চি', অমিত্রসুদন ভট্টাচার্য রচিত 'প্রবন্ধ পঞ্চাশৎঃ প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ', প্রভৃতি গ্রন্থে যেমন দেখা যায়। আবার দে'জ পাবলিশিং প্রকাশিত অমলেন্দু চক্রবর্তী রচিত 'গদ্য সংগ্রহ' গ্রন্থেও এই দুটি বিষয়কেই দেখা যায়।

৬) উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা গেল যে একই শব্দের অর্থ বোঝাতে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে শব্দটির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে শব্দটির ব্যাখ্যা করার ফলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। সমস্ত বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে এবং বিবেচনা করে আমার মতানুসারে 'Blurb' শব্দটির সঠিক এবং সংক্ষিপ্ত বাংলা পরিভাষাহওয়া উচিত "দ্বিতীয় প্রচ্ছদস্থ বিষয়ালোচনা"। এক্ষেত্রে দুটি মূল বিষয়কেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আশা করা যায় এই শব্দাবলির সাহায্যে মূল বক্তব্য পাঠক-পাঠিকাদের কাছে সহজবোধ্য করে তোলা সম্ভব হবে, কোনো অস্পষ্টতা থাকবে না। পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ 'Blurb' শব্দটির যদি আরো সহজ, সংক্ষিপ্ত এবং সঠিক বাংলা পরিভাষা আপনাদের জানা থাকে তবে আমাকেও একটু অবগত করে সমৃদ্ধ করবেন, কারণ জানার তো শেষ নেই।

© WBCLA

তথ্যসূত্রঃ বাংলা

কুণ্ডু, অ. এবং চট্টোপাধ্যায়, অ.(১৯৮৩). গ্রন্থাগার বিজ্ঞানপরিভাষা.*গ্রন্থাগার,* ৩৩ (৯), ৩০৭-৩২২

চক্রবর্তী, শ., চক্রবর্তী, ভু. এবং মহাপাত্র, পী. (১৯৮৮). *গ্রন্থবিদ্যাঃ ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার.* কলকাতাঃ ওয়ার্ল্ড প্রেস.

চ্যাটার্জী, মা.ও শাখারু, নি.(২০১০). *গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের অভিধান.* কলকাতাঃ প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স.

দত্ত, কি. (১৯৭৫). পুস্তকের প্রচ্ছদঃ গুরুত্ব. *গ্রন্থাগার, ২৫* (১০), ৪০০-৪০৪

দাস, বি. ঘোষ, শ্র. এবং পাল, প্র. কু. (২০০২). *বাংলাগ্রন্থ ও পত্রিকা সূচিকরণ.* কলকাতাঃ

পরিভাষা উপসমিতি. (২০০৫). *পরিভাষা সংকলনঃ প্রশাসন (৪র্থ সং.),* কলকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি.

মুখোপাধ্যায়, বি. (২০০৭). *সূচিকরণঃ কিছু নতুন ভাবনা.* কলকাতাঃ প্রভা প্রকাশনী.

মুখোপাধ্যায়, রা. (১৯৬৩). *গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অভিধান.* কলকাতাঃ ওয়ার্ল্ড প্রেস.

রাজ্জাক, আ. (১৯৮৫). *গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পরিভাষা.* ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী.

সেন, বি. (২০১৩). *গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের পরিভাষাকোষঃ ইংরেজি — বাংলা.* কলকাতাঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ.

তথ্যসূত্র: ইংরেজি

bdword.com. (2024). *Blurb.* Retrieved from https://www.bdword.com on 10.12.2024

Biswas, S. (Comp.). (2006). *Samsad English-Bengali dictionary with supplement for new words / new meanings: 1980-2005* (5th ed.). Kolkata: SahityaSamsad.

Chakraborti, M. L. (1987). *Bibliography in theory and practice* (3rd enl. ed.). Kolkata: World Press.

English to Bengali online dictionary. (2024). Retrieved from https://engtoben.com/dictionary on 10.12.2024

Ghosh, B. (2001). *Terminology for library and information science professionals.* Kolkata: ACB Publications.

Harrod, L. M. (1990). *The Librarians' Glossary of terms used in Librarianship, documentation, and the book crafts, and reference book* (7th ed.). England: Brookfield.

Hornby, A. S. (2010).*Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (8th ed.). Oxford: Oxford University Press.

Prythereh, R. (Comp.). (2005). *Harrod's Librarians' Glossary and reference book* (10th ed.). England: Ashgate.

Ranganathan, S. R. (1964). *Classified Catalogue Code with additional rules for dictionary catalogue* (5th ed.). Kolkata: Asia Publishing.

Reitz, J. M. (2005). *Dictionary of library and information science.* London: Libraries Unlimited.

Shabdkosh. (2024). Retrieved from https://www.shabdkosh.com on 10.12.2024

© WBCLA